গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moysports.gov.bd

# চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০২৫

"জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন) এর ধারা ৭ (ক)-এর দফা- (ই) অনুসারে অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁহাদের পরিবারের জন্য ক্ষেত্রমত, পুরস্কার, অনুদান, চিকিৎসা সহায়তা, আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী চিকিৎসা/আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ এই নীতিমালা চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞাঃ

(ক) 'আইন' অর্থ জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন);

(খ) 'ফাউন্ডেশন' অর্থ ধারা-৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;

(গ) 'ক্রীড়াসেবী' অর্থ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া প্রশিক্ষক বা কোচ, র‍্যাফারি, জাজ বা আম্পায়ার, গ্রাউন্ডস্ম্যান, কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া, খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন;

(ঘ) 'পরিবার' অর্থ-

(১) ক্রীড়াসেবী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী এবং মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী; এবং

(২) ক্রীড়াসেবীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততিগণ এবং পিতা- মাতা;

(ঙ) 'ক্রীড়া সাংবাদিক' অর্থ- কোন ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া বিষয়ে লেখক, ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার, খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদপত্র, প্রিন্ট অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(চ) 'বোর্ড' অর্থ 'জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন,২০১১' (২০১১ সালের ৩নং আইন) এর ৬ ধারায় বর্ণিত 'পরিচালনা বোর্ড'।

৩। আবেদনকারীর যোগ্যতাঃ

(ক) নাগরিকত্বঃ আবেদনকারীকে বাংলাদেশে বসবাসরত স্থায়ী নাগরিক হতে হবে;

(খ) খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেঃ যে সকল বাংলাদেশী ক্রীড়াবিদ আন্তর্জাতিক, জাতীয়, বিভাগীয় অথবা জেলা পর্যায়ে খেলাধুলায় নিম্নরূপ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাঁরা ক্রীড়াভাতা প্রাপ্তির আবেদনের জন্য যোগ্য হবেন;

(১) যে কোন ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ অথবা,

(২) যে কোন ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপে কমপক্ষে ০১ (এক) বার অথবা জাতীয় লীগে কমপক্ষে ০১ (এক) বার অংশগ্রহণ অথবা,

(৩) বিভাগ অথবা জেলা পর্যায়ে কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর/বার অংশগ্রহণ।

(গ) সংগঠকদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল সংগঠক জাতীয়, বিভাগ, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে কোন ক্রীড়া ফেডারেশন বা ক্রীড়া সংস্থা বা ক্রীড়া ক্লাব বা অন্য কোন ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সাথে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন;

(ঘ) কোচ/রেফারি/আম্পায়ারদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল কোচ/রেফারি/আম্পায়ার জাতীয়, বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছেন বা করছেন।

(ঙ) মাঠকর্মীদের ক্ষেত্রেঃ যে সমস্ত মাঠকর্মী জাতীয়, বিভাগ বা জেলা স্টেডিয়ামে কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছর মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন;

(চ) ক্রীড়া সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল ক্রীড়া সাংবাদিক কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছর প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ক্রীড়ার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন বা রাখছেন।

(ছ) (ক) -(চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনকারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে (আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা/ক্রীড়া ফেডারেশন/জেলা ক্রীড়া সংস্থা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ) উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রমাণক/প্রত্যয়ন পত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে

৪। আবেদন প্রক্রিয়াঃ

(ক) আগ্রহী ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবারের সদস্য মন্ত্রণালয় বা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট-এর নির্দিষ্ট সেবা বক্সে প্রবেশ করে আবেদন ফরম সংগ্রহ করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ, মোবাইল নম্বর, নিজস্ব হিসাব নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম, রাউটিং নম্বর, বাৎসরিক আয়ের সনদপত্র, ক্রীড়া সম্পৃক্ততার সনদপত্র, অস্বচ্ছলতার প্রমাণপত্র, চিকিৎসাজনিত সনদ/প্রমাণক ইত্যাদি সংযুক্ত করে তফসিল-১ ডাকযোগে/সরাসরি আবেদন করবেন।

(খ) ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চলাকালে বা কোন দুর্ঘটনায় আহত হলে বা গুরুতর অসুস্থ হলে চিকিৎসা সহায়তার জন্য ডাক্তারি সনদ ও অন্যান্য প্রমাণকসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ফেডারেশনের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করবেন।

৫। কমিটিঃ

(ক) চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা বিষয়ক বাছাই কমিটি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | - | সভাপতি |
| ২। | অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (ক্রীড়া অনুবিভাগ) | - | সদস্য |
| ৩। | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | - | সদস্য |
| ৪। | পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর | - | সদস্য |
| ৫। | নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | - | সদস্য |
| ৬। | প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন | - | সদস্য |
| ৭। | সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা | - | সদস্য |
| ৮-৯। | ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইটি ক্রীড়া ফেডারেশন/ এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ১০-১৩। | ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সাবেক বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ২ (দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী) | - | সদস্য |
| ১৪। | নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন | - | সদস্য-সচিব |

<u>কার্যাবলি</u>

(১) দুরারোগ্য ব্যাধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাঁর পরিবারকে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করা; এবং

(২) চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ক্রীড়াসেবীদের অর্থের পরিমানসহ তালিকা পরবর্তী বোর্ড সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা;

৬। চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতিঃ

(ক) চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার অর্থ ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবারের সদস্যের নামের ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) অথবা ক্রস চেক এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে;

(খ) মৃত ক্রীড়াসেবীদের ক্ষেত্রে ওয়ারিশের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হবে।

৭। আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি বা প্রমাণাক সঠিক নয় বা জাল প্রমাণিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাৎক্ষনিকভাবে আবেদন বাতিল করা হবে এবং প্রয়োজনে ফাউন্ডেশন যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮। চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কোন অভিযোগ থাকলে নির্ধারিত ফরমেটে (তফসিল-০২) ফাউন্ডেশনের ভাইস-চেয়ারম্যানকে অবহিত করবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ দাখিল না করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯। চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতিঃ

(ক) অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী বা তাঁদের পরিবারকে চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩, ৪, ৬. ৭ ও ৮ এ বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ করা হবে;

(খ) ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক প্রাপ্ত আবেদনপত্র/আবেদনপত্রসমূহ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন;

(গ) আবেদনের গুরুত্ব ও তহবিলের পর্যাপ্ততা বিবেচনাক্রমে বাছাই কমিটি সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সুপারিশ করতে পারবেন, যা ফাউন্ডেশনের পরবর্তী বোর্ড সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হবে;

(ঘ) একজন ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবার সমগ্র জীবনে একবার চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্য হবেন, তবে বিশেষ বিবেচনার মাধ্যমে বাছাই কমিটি পুনরায় চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করতে পারবেন;

(ঙ) জরুরী ভিত্তিতে ক্রীড়াবিদ ও তাঁর পরিবারকে চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা।

১০। এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন বিষয় ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।

১১। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে এই নীতিমালা সংশোধন/ পরিবর্তন/ সংযোজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

১২। এ নীতিমালা জারির পর পূর্বে জারিকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা রহিত বলে গণ্য হবে।

১৩। এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২১.১০.২৫

মো: মাহবুব-উল-আলম
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়